সপ্ত সম্বোধন।

(কাব্য)

প্রথম খণ্ড।

"সংসার-বিষ-বৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎ ফলম্।
কাব্যামৃত-রসাস্বাদং, সঙ্গমং সুজনৈঃ সহ॥"

সময়, ২৯এ বৈশাখ, ১২৯২

উপহার।

কবিবর শ্রীযুক্তবাবু রাজকৃষ্ণ রায়

বান্ধববরেষু—

"অবসর-সরোজিনী," "বীণা,"—বঙ্গ-বিমোহিনী,
গভীর "নিশীথ-চিন্তা," "নিভৃত-নিবাস,"
পতিরতা—"পতিব্রতা", "অনলে বিজলী"—সীতা,
"কবিতা-কৌমুদী,"—নানা কবিতা প্রকাশ ;
বঙ্গভূমি-বিভূষণ, সুচারু "বঙ্গভূষণ,"
"বাল্মীকির রামায়ণ"—সুধার আধার,
সটীক, সরল ছাঁদে অবিকল অনুবাদে,
সাজাইলে বাঙ্গালার কবিতা-ভাণ্ডার।
যে করে এ কাব্যচয় করিলে সৃজন,
সে করে অর্পিনু এই "সপ্ত সম্বোধন।"

শ্রীপ্রমথ— নাথ মিত্র

সপ্ত সম্বোধন।

(কাব্য)

প্রথম সম্বোধন।

কমলিনীর প্রতি।

সময়,—ঊষা। স্থান,—সরোবর-তীর।

[১]

খোল খোল, কমলিনি! সুন্দর বদনখানি,
দেখ দেখ দেখ মেলি' সুচারু নয়ন :—
সুনীল গগন-গায়, ওই মিলাইয়ে যায়,
জ্বলন্ত তারকারাজি যামিনী-ভূষণ ;
ললাটিকা নিশামণি, চারু স্বর্ণকান্ত মণি,
হইয়াছে হীনজ্যোতিঃ মলিন এখন ;
নৈশ সরঃ-সুশোভিনী, প্রমোদিনী-কুমুদিনী,
বিষম প্রমাদ গণি' ঢাকিল বদন।
থর থর কাঁপিতেছে সরসীর নীর ;
ধীরে ধীরে দুলিতেছে তোমার শরীর।

[২]

ওই আসিতেছে ঊষা, পরিয়া কুসুম-ভূষা,
সঙ্গে লয়ে মৃদু মন্দ ধীর সমীরণ ;
ওই দেখ সমীরণ, নাচাইয়ে কুঞ্জবন,
চলেছে যেখানে আছে কুসুম-রতন।
দেখ দেখ দেখ চেয়ে, ফুল-পরিমল লয়ে,
চঞ্চল অনিল ওই করিছে ভ্রমণ ;

হরষে যতেক পাখী, পাইয়ে নূতন আঁখি,
পাদপ-শাখায় বসি করিছে কূজন।
উঠ উঠ, কমলিনি! ঘুমা'ও না আর,
দুখের যামিনী এবে পোহাল তোমার।

[৩]

দেখ চেয়ে পূর্ব্ব দিকে, আসিতেছে একে একে,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা রাঙ্গা রাঙ্গা ক্ষুদ্র মেঘগণ;
ত্বরায় আসিবে, সতি, তোমার প্রাণের পতি,
উজলিতে, আলোকিতে এ বিশ্বভবন;
নিশা অবসান হল, চোক খোল, মুখ তোল,
আর কেন থাক তুমি ঘুমে অচেতন?
আর কেন কর ভয়? "জয় দিনমণি জয়!"
উচ্চরবে সবে ভবে করিছে ঘোষণ।
খোল খোল মুখ খোল, রবি-সীমন্তিনি!
প্রেমের আকর্ষি লয়ে আসে দিনমণি।

[৪]

সহস্র যোজন'পরে, সুদূর গগনোপরে,
ভ্রমণ করেন সদা দেব দিবাকর;
নিম্ন পাতাল দেশে, জলময় সরোরসে,
ফুলরাণি কমলিনি! বসতি তোমার।
এত দূর দুই জনে, তবু প্রণয়-বন্ধনে,
দৃঢ় বাঁধা আছে মন, হায়, দুজনার!
পবিত্র প্রণয় এই, সুধারস রসময়ী,
মিলনে উথলে সুখ-সুধা-পারাবার।
প্রণয়ের যাহা কিছু, আছে তা তোমায়,
প্রণয়-আদর্শ তুমি নিখিল ধরায়।

[৫]

ওই দেখ, কমলিনি! ধীরে ধীরে দিনমণি,
উঠিছেন তুষিবারে সাদরে তোমায়;
উষার সীমন্তে বসি, দেখ সরসী রূপসী,
শোভিছেন অভিরাম অরুণ বিভায়।
প্রাণেশ তোমার এল, চোক খোল, মুখ তোল,
সাজাও সরসী-জল অতুল শোভায়;
পিপাসিত অলিকুলে, দান কর প্রাণ খুলে
মিষ্ট মকরন্দ-ধন,—অলি যাহা চায়।
গুন্ গুন্ রবে গান, করুক ভ্রমর;
শুনিয়ে জুড়াক মোর শ্রবণ-বিবর।

[৬]

কমল! তোমার রূপ, শোভাময় অপরূপ,
নেহারি এখন, মরি, জুড়াল নয়ন!
হাসি-হাসি মুখখানি, অনন্ত রূপের খনি,
এই কি তোমার, ধনি! নবীন যৌবন?
ফুটিছে সুন্দর কলি, যুটিছে যতেক অলি,
ছুটিছে চৌভিতে, মরি, সৌরভ এখন!
জলে নামি দিনমণি, তব পাশে, কমলিনি!
ওই দেখ ধীরে ধীরে করিছে গমন।
রাঙ্গা দেহ, ভাঙ্গা ভাঙ্গা তরঙ্গে চড়িয়া,
রঙ্গিতেছে সরোবর রাঙ্গা রঙ্গ দিয়া।

[৭]

হায়! যদি কবিগণ, করিত রে দরশন
এ হেন সুন্দর ছবি এ হেন সময়;

তা হলে এ সরোবরে বিমল সলিল'পরে
নলিনি, তোমার থাকা হ'ত মহাদায়!
সবাই তোমারে লয়ে, ছুটে যেত লোকালয়ে,
অন্বেষিত যেথা পেত সুন্দর বদন;
সু-উরস যেথা পেত, অমনি ছুটিয়া যেত,
ছুটে যেত যেথা পেত সুন্দর চরণ।
করিত তোমারে লয়ে কত টানাটানি!
বড় ভালবাসে কবি তোমারে, নলিনি!

[৮]

নাচিতে নাচিতে সুখে, লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে,
ছুটিছে মধুপকুল মধুর আশায়;—
এই মনোরম ছবি যদ্যপি দেখিত কবি,
হয় ত লিখিত গিয়া কবিতা-মালায়,
ভাবে গদ গদ হয়ে, আদি-রসে মেতে গিয়ে,
লিখিত রসিকরাজ রসিক গাথায়,—
"রবি অস্তমিত দেখে, ভ্রমরে লইয়ে বুকে
দ্বিচারিণী কমলিনী যামিনী কাটায়।"
কমলিনী দ্বিচারিণী কবি-কল্পনায়;
শত শত নমস্কার, কবি, তব পায়!

[৯]

সে সকল ভাব, হায়! না আছে এ অভাগায়,
কবি-ভাব কোথা পাব, কবি-শক্তি কই?
কবি হলে দেখিতাম, প্রাণ খুলে লিখিতাম,
দৈব বিড়ম্বনে, হায়, কবি আমি নই!
কমলে আনিয়ে ঘরে, প্রিয়ার বদন ধরে,
তুলনা তুলিতে আমি নারিনু কখন;
নারিনু মৃণালে আনি, ধরি প্রেয়সীর পাণি,

নশ্বর মৃণালে, হায়, বলিতে অধম !
হাস তুমি, কমলিনি, বসি সরোবরে,
কাঁদাব না অলিকুলে ভুলিয়ে তোমারে।

[১০]

যামিনী প্রভাত হল, দিনমণি প্রকাশিল,
হাস তুমি, কমলিনি, হাস বার বার ;
বসি সরসীর নীরে, মৃদু মন্দানিল ভরে,
নাচি নাচি সুশোভিত কর চারি ধার।
তোমার সুখের দিন, থাক্ থাক্ চিরদিন,
থাকুন গগনে দিনমণি দিবানিশি ;
তামসীর তমোরাশি, ভয়ঙ্কর বেশে আসি,
পুন যেন না কাঁদায় তোমায়, রূপসি !
চাই না উজ্জ্বল তারা, পূর্ণ শশধরে,
গেলে যদি রবি আর না আসেন ফিরে !

[১১]

ভারত-সৌভাগ্য-রবি, রুদ্র তেজোময় ছবি,
অস্তমিত চিরকাল—চিরকাল তরে রে !
আর না আসিল ফিরি, উজলি উদয় গিরি,
সে সুখ-নলিনী আর হাসিল না নীরে রে !
তমসে মগন, হায়, ভারতের সমুদায়
বিশুষ্ক ভারত-সুখ-নলিনী এখন !
দুষ্ট নিশাচর দল, করি মহা-কোলাহল,
বিলোড়ি ভারত-বক্ষ করিছে ভ্রমণ !
বিগত সে ভারতের বীর অহঙ্কার ;
ভারত-সৌভাগ্য-রবি ফিরিবে না আর !!

[১২]

তাই বলি, কমলিনি ! দিবানিশি দিনমণি,

সুনীল গগনতলে করুন ভ্রমণ ;
যামিনীতে স্থানান্তরে, দিও না যাইতে তাঁরে,
ছেড়ো না ক, কাছে রেখো, করিয়া যতন।
ভারত-সৌভাগ্য-রবি, রুদ্র তেজোময় ছবি
অস্তমিত চিরকাল—চিরকাল তরে রে !
আর না আসিল ফিরি, উজলি উদয়-গিরি,
সে সুখ-নলিনী আর হাসিল না নীরে রে !
বিগত সে ভারতের বীর-অহঙ্কার !
ভারত-সৌভাগ্য-রবি ফিরিবে কি আর ?

দ্বিতীয় সম্বোধন।

গঙ্গার প্রতি।

[১]

পবিত্রসলিলে গঙ্গে, হিমাদ্রি-নন্দিনি !
ভারতের চিরশোভা, ভারত-মোহিনি !
চঞ্চল তরঙ্গমালা হৃদে ধরি, শৈলবালা !
কোথায় যাইছ বেগে, চঞ্চল-গামিনি ?
দাঁড়াও ক্ষণেক তরে, শুন মোর বাণী।

[২]

সুগন্ধি কুসুম-কুল নয়ন-রঞ্জন,
সুচারু তরঙ্গ-শিরে করি আরোহণ,
কমলিনী কত শত, বিকশিত সুবাসিত,
নাচিয়া নাচিয়া যায়, বিমোহিয়া মন :—
সুন্দর, জাহ্নবি, তব কুসুম-ভূষণ !

[৩]

তীরে অপরূপ শোভা তোমার তটিনি!
ফুটিয়া রহেছে কত স্থল-কমলিনী!
সুচারু অধরে মধু, বাঙ্গালী কুলের বধু,
তোমার পবিত্র নীরে স্নানি, বিনোদিনি,
শোভিতেছে যেন শিশিরার্দ্র কমলিনী।

[৪]

সচঞ্চল জল রাশি করে কল কল,
তরণী বাহিয়া যায় নাবিকের দল,
সারি সারি বসি সবে, সারি গায় উচ্চ রবে,
উছলে সে রবে তব হৃদয় তরল;
হাসিতে হাসিতে নাচে তরঙ্গ সকল।

[৫]

শারদ উৎসবাগমে উৎসাহে মাতিয়া,
রমণী-রঞ্জন চারু বসন লইয়া,
একটি বরষ পরে, আরোহি তরণী'পরে,
বিরহী যাইছে ঘরে, পুলকিত হিয়া;
ধীরি ধীরি যায় তরী তব বারি দিয়া।

[৬]

শতধা বিভক্ত তনু তেজস্বী তপন,
তোমার সলিলে পড়ি করে সন্তরণ,
কভু ডোবে, কভু ভাসে, দেখিয়া তরঙ্গ হাসে,
তরল রজত-স্রোতঃ ঝলসে নয়ন,
উলটি পালটি খায় দিনেশ-রতন।

[৭]

অতুল তোমার শোভা এ বিশ্ব ভুবনে,
কবি-চিত বিমোহিত ক্ষণ দরশনে,

তরঙ্গেরা তালে তালে নাচে যবে কুতূহলে,
নব নব শোভা আসি নাচায় নয়নে ;—
শোভার ভাণ্ডার তুমি এ বিশ্ব ভুবনে !

[৮]

কিন্তু গো হৃদয়ে ও কি করেছ ধারণ ?
শশাঙ্কে কলঙ্ক-লেখা কহ কি কারণ ?
ধরিয়াছ কোন্ মুখে, বিমল কোমল বুকে,
বিদেশের জলযান বিষ দরশন ?
ভারত বিজেতৃদল অমূল্য রতন !

[৯]

আপন শোণিত দিয়া পালিছ ভারতে,
নন্দনকানননিভ ভূমি এ মরতে !
শস্যপূর্ণা সদা সতী, ফুলবতী, ফলবতী,
জগতের ছবি খানি, বিদিত জগতে,
যা নাই ভারতে তাহা নাই এ জগতে।

[১০]

যা নাই কোথাও, আর তাই দস্যুগণ,
তোমার হৃদয়ে বসি করিছে হরণ,—
ভারতবরষ-বাসী অমূল্য রতন-রাশি,
ভারতের শস্যচয়,—ভারত জীবন,
বসিয়ে তোমার বুকে করিছে শোষণ।

[১১]

হরষে হসিত মুখ হাসিতে হাসিতে ;
যেও না যেও না, গঙ্গে ! নাচিতে নাচিতে,
শুন কথা অভাগার, দাঁড়াও, যেও না আর
ভারত বিজেতৃ-দুর্গ-পদ প্রক্ষালিতে,
যেও না অরাতি-মন সাদরে তুষিতে।

[১২]

শুনিয়াছি, ভাগীরথি ! পুরাণ-কাহিনী,
হরিপদোদ্ভবা তুমি স্বর্গ-বিহারিণী !
মহেশের শিরোপরি, বহিতে গো ধীরি ধীরি,
ব্রহ্মা-কমণ্ডলু মাঝে ছিলে সুরধুনী,
তারিতে পাতকী জনে ভারত-চারিণি !

[১৩]

এ হেন কলুষ-শূন্য সুপবিত্র বারি,
হেন পুণ্যময়ী গঙ্গা যবন-কিঙ্করী ?
ধিক্ শত ধিক্, হায়, ধিক্ জাহ্নবী তোমায়,
কি সুখে কি মুখে তোল হাসির লহরী !
কি সুখে কি মুখে বহ কল কল করি ?

[১৪]

পরম পুরুষ বিষ্ণু, দেব গঙ্গাধর,
পাঠালেন তোমারে কি ভারত ভিতর,
ধোয়াইতে যবনের, ধোয়াইতে * * * *
পাপ-পঙ্ক-কলুষিত পদ নিরন্তর ?
ধরিতে বিদেশী পোত বুকের উপর ?

[১৫]

যাও, গঙ্গে ! যাও ফিরি হিমালয়াচলে,
চাহি না, চাহি না আর ও পুণ্য সলিলে,
বুকে করি অবহেলে, আনিয়া বিদেশিদলে
ভারতের সর্ব্বনাশ তুমিই ঘটালে,
ভারতের স্বাধীনতা তুমিই ঘুচালে।

[১৬]

ভারতে বিদেশী রাজা তোমারি কৃপায়,
ভারত যবন-পদে তোমারি দয়ায়।

নীচ দিকে গতি যার, নীচ দিকে মতি তার,
বাঁধিয়া দাসত্বডোরে ভারত মাতায়,
বাঁধিলে দাসত্ব-ডোর আপন গলায়!

[১৭]

কে বলে তোমার হৃদে সেতু মনোহর?
আমি বলি দাসত্বের শৃঙ্খল সুন্দর!
ভারতের সঙ্গে সঙ্গে, বাঁধিল তোমারে, গঙ্গে,
বহ এবে মহোল্লাসে, বহ নিরন্তর,
দাসত্ব-শৃঙ্খল অতি সুন্দর—সুন্দর!

[১৮]

সুরকুলশিরোমণি দেবেন্দ্র-বাহন,
ভীম পরাক্রমশালী ভীষণ দর্শন,
রোধিতে তোমার গতি প্রমত্ত মাতঙ্গপতি
এসেছিল দম্ভভরে দাম্ভিক যখন,
তখন কি ছিলে তুমি, হয় কি স্মরণ?

[১৯]

প্রমত্ত মাতঙ্গ যবে দম্ভ-অবতার,
সহিতে নারিল তব তরঙ্গ প্রহার,
তৃণবৎ অবশেষে দূরদেশে গেল ভেসে;
অসীম ক্ষমতা ভবে করিলে প্রচার :—
সে সকল কথা মনে আছে কি তোমার?

[২০]

হায়, দেবি! তুমিই কি সেই ভাগীরথী?
তুমিই কি সেই বেগবতী স্রোতস্বতী?
বল, বল, বল, গঙ্গে! তুমিই কি সেই অঙ্গে
পরিয়াছ দাসত্বের শৃঙ্খল সম্প্রতি?
বল দেবি! তুমিই কি সেই ভাগীরথী?

তৃতীয় সম্বোধন।

আলোকের প্রতি।

[১]

যামিনীর যবনিকা হলে অপসৃত,
ভেদিয়া পূরবাচল কনকবরণ,
ঊষার অঞ্চল ধরি, আ'স তুমি ধীরি ধীরি,
শুনিতে বিহঙ্গকুল মধুর কূজন,
দেখিতে বিশ্বের শোভা নয়নরঞ্জন।

[২]

সুশীতল সমীরণ বহে মৃদু মৃদু,
গুন্ গুন্ গান করে ভ্রমর-নিকর,
ফুলছড়ি হাতে করি, মুক্তামালা গলে পরি,
প্রকৃতি সুন্দরী যবে সাজে মনোহর,
তখনি আইস তুমি অবনী উপর।

[৩]

ব্রহ্মমূর্ত্তি ধরি যবে ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ,
দেখা দেন দিনপতি উজলি গগন,
সুগোল মূরতিখানি, দীপ্ত অনলের খনি,
দেখিয়া প্রফুল্ল হও তুমিও তখন,
রৌদ্ররূপে দাও দেখা দহিতে ভুবন।

[৪]

এ বিশ্বভুবন যবে হয়নি সৃজিত,
সমুদয় বিশ্ব যবে ছিল একাকার,
আকাশ নক্ষত্র যবে ছিল না বিপুল ভবে,
তুমিও ছিলে না, শুদ্ধ ছিল অন্ধকার,
কিছুই ছিল না,—চিহ্ন না ছিল ধরার।

[৫]

কি ছিল তখন, কিছু বুঝিতে না পারি,
কি ভাবে ছিল এ বিশ্ব না পাই চিন্তিয়া,
বিশ্বগ্রাসী অন্ধকার, কি আর ভাবিব তার !
নহে সে গোধূলি, উষা ;—কি নিব ভাবিয়া !
ভাবিলে চঞ্চল হয় অচঞ্চল হিয়া।

[৬]

সহসা একটি শব্দ হইল উত্থিত ;—
"হউক আলোক !"—আজ্ঞা পরম পিতার ;
ঈশ্বর-আদেশ-ক্রমে, জনমিলে তুমি ক্রমে,
তাঁহারি মহিমারাজি করিতে প্রচার ;—
বিশ্বের সৃষ্টির পূর্ব্বে জনম তোমার।

[৭]

শুনিয়াছি দিনমণি নিজে রশ্মিহীন,
উজ্জ্বল অস্বচ্ছ গ্রহ গগন-মণ্ডলে,
অপরের রশ্মি লয়ে, দ্বিগুণ উজ্জ্বল হয়ে,
উজ্জ্বল করেন বিশ্ব দিব্য রশ্মি-জালে,
চন্দ্র যথা সৌরালোক পায় নিশাকালে।

[৮]

সবিতার চারি ধারে ঘেরে আছ তুমি,
তোমার তেজেতে সূর্য্য এত তেজোবান,
বাইবেল্-বিজ্ঞান-তত্ত্ব যদি হয় সত্য সত্য,
সূর্য্য তবে নাম মাত্র, এই বুঝিলাম ;
তুমিই করিছ জীবে নয়ন প্রদান।

[৯]

'পবিত্র ত্রিদিবজাত পবিত্র আলোক !
আদি সৃষ্টি, জগতের তুমি হু'নয়ন !'

তুমি না থাকিলে, হায়, অন্ধকার সমুদায়,
তোমা বিনা সবে অন্ধ থাকিতে নয়ন,
গাঢ়তম তমস্তূপে অবনী মগন।

[১০]

তোমার কারণে দেখি এ বিশ্ব সংসার,
আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহগণ,
তরু, লতা, গুল্ম আদি তড়াগ, ভূধর, নদী,
সুনাদী বিহঙ্গদল,—বিচিত্র বরণ,
যাবতীয় জীবজন্তু,—জগত-ভূষণ।

[১১]

কিন্তু, হে আলোক! অমা-যামিনী আসিলে,
কোথায় পালাও তুমি বল মোরে বল,
তিমিরে ডুবাও বিশ্ব, কিছুই না হয় দৃশ্য,
জাগে শুধু গগনের জ্যোতিষ্কমণ্ডল,
মেঘ-অন্তরাল হ'তে চাহে তারা-দল।

[১২]

কাহারে তোমার ভয়? আদি-সৃষ্ট তুমি,
কি ছার তোমার কাছে নৈশ অন্ধকার!
দেখ, এ বিপুল ভবে কনিষ্ঠ তোমার সবে,
সৃষ্টির মাঝেতে তুমি অগ্রজ সবার,
আদি-সৃষ্ট তুমি; ভয় কাহারে তোমার?

[১৩]

নৈশ অন্ধকারে নর হইয়া আকুল,
তব আরাধনা করে বিহিত বিধানে,
নৈশ তম দূরিবারে, এ জগত দেখিবারে,
নানা উপকরণেতে তোমায় আহ্বানে,
বসায় দীপের মুখে পরম যতনে।

[১৪]

তামসীর তম মাঝে বিরাজ' যখন,
বড় ভালবাসি আমি তোমারে দেখিতে,
দীপের ডগায় বসি, ক্ষুদ্রকায় হাসি হাসি,
নিকটের তমোরাশি তাড়াও দূরেতে,
বড় ভালবাসি আমি তোমারে দেখিতে।

[১৫]

গৃহস্থের গৃহ মাঝে তুমি হে যখন,
নৃত্য কর মৃদু-মন্দ পবন-হিল্লোলে,
অথবা নদীর জলে, যখন পড়িয়ে ঢলে,
নাচ তুমি তরঙ্গের ভঙ্গ তালে তালে,—
গলিতসুবর্ণ যেন দোলে নদী-কোলে :—

[১৬]

কাল জলে জলে যবে ও সুন্দর কায়া,
কি শোভা তখন হয় আলোক, তোমার!
দেখিয়া জুড়াল আঁখি, চঞ্চল মানস-পাখী,
তোমার সহিত জলে দেয় হে সাঁতার,
ক্ষণেক উপরে থাকে, ডুবে আর বার।

[১৭]

নারী রূপবতী হলে এ মহীমণ্ডলে,
সবে বলে 'রূপে আলো করেছে সুন্দরী ;
কথাটি শুনিতে ভাল, কিন্তু সে কেমন আলো,
কেমন কিরণ তার বুঝিতে না পারি,
শুনি শুধু 'রূপে আলো' করেছে সুন্দরী!

[১৮]

এ কেমন আলো আমি কিছুই না জানি,
কেবল শুনেছি মাত্র, দেখেনি নয়ন,

রূপসীর গূঢ় তত্ত্ব, তাহাতে নাহিক স্বত্ব,
যাক্, ও কথায় আর নাহি প্রয়োজন ;
রূপ লয়ে থাক্ ধুয়ে রূপ-প্রিয়গণ !

[১৯]

ভাবিতে ও সব কথা নাহিক সময়,
হায় রে, ভারতে এবে ঘোর অন্ধকার !
সত্য বটে রবি শশী ল'য়ে তুমি দিবানিশি,
ভ্রমিছ সতত ভারতের চারি ধার,
তথাপি ভারতে, হায়, ঘোর অন্ধকার !

[২০]

যে দিন হইতে, হায়, দুরন্ত যবন,
ভারতের স্বাধীনতা করেছে হরণ,
সে দিন হইতে, হায়, ভারতের সমুদায়,
গাঢ়তম তমস্তূপে হয়েছে মগন,
আঁধার !—আঁধার !—হায়, ভারত ভুবন !!

চতুর্থ সম্বোধন।

সূর্য্যের প্রতি।

[১]

নিশি আসি ধীরে ধীরে, তিমির-সাগর-নীরে,
ডুবায়ে গিয়াছে বিশ্ব আঁধারি নয়ন ;
সে তমঃ-সাগর হতে, এ মহীরে উদ্ধারিতে,
উর, দেব বিশ্বব্যাপী জগত লোচন !
প্রভাতে পূরবাচলে, রক্ত কাদম্বিনী-কোলে,
সিন্দূরে চর্চ্চিত তনু তরুণ তপন !

উগরি কিরণরাশি, তামসীর তমঃ নাশি,
আলোকিত কর, দেব ! এ বিশ্ব ভুবন।
যামিনীর অন্ধকার এখনি ঘুচিবে ;
কুসুম-ভূষণে মহী এখনি হাসিবে।

[২]

হাসিবে প্রকৃতি সতী ; কুসুমিত বসুমতী ;
হাসিবে তড়াগ, নদ, নদী, সরোবর ;
প্রেমানন্দে হেলে দুলে, হাসিবে নলিনী জলে ;
হাসিবে মুকুতারাজি তৃণের উপর ;
শ্যামল উজ্জ্বল কায়, হাসিবে পাদপচয় ;
হাসিবে বিহঙ্গ-কুল প্রফুল্ল অন্তর ;
হর্ষ-নীরে নিমগন হইবে মানব-মন,
হেরি তব আগমন, দেব দিবাকর !
তব আগমনে দেব সবাই হাসিবে,
অভাগা বিরলে কিন্তু একাকী কাঁদিবে।

[৩]

বিরলে বিজনে বসি, নয়ন-সলিলে ভাসি,
একাকী অভাগা, হায়, নিরন্তর কাঁদিবে ;
তোমার রক্তিম আভা, জগতের চারু শোভা,
অভাগার মনে সুখ দিতে নাহি পারিবে ;
দেখি প্রকৃতির হাসি, আমার বিষাদরাশি,
এ তাপিত প্রাণ হ'তে যাবে না হে যাবে না
শুনিয়ে বিহঙ্গ-গান, পবিত্র প্রভাতী তান,
এ বিষাদ অবসান হবে না হে হবে না।
আমার মনের দুখ মনেতেই রহিবে,
অন্তরে অন্তরে মোরে সততই দহিবে।

[৪]

শমনের তাড়নায়, এ প্রাণ কাঁদে না, হায়,
সুতীক্ষ্ণ বিরহ-বাণে নহি জর জর,—
প্রাণ যা'রে ভালবাসে, সে আছে প্রাণের পাশে,
দারিদ্র্য-যন্ত্রণা হেতু কাঁদে না অন্তর।
তবু কেন ভ্রান্ত মন, দুঃখ-নীরে নিমগন?
তবু কেন নয়নেতে বহিছে আসার?
আশা-বীজ পুঁতি নাই, সে তরু শুকায় নাই,
অনুভব করি নাই নৈরাশ্য আশার!
তবু কেন কাঁদে প্রাণ সতত আমার?
তবু কেন মনোমধ্যে ঘোর অন্ধকার?

[৫]

দুখের কারণ নাই, তবু কেন দুখ পাই?
থাকিতে না সুখ পাই একি বিপরীত!
হৃদয়ের শান্তি মোর, হরিলেক কোন্ চোর?
শয়নে স্বপনে মনে না পাই পীরিত!
জানি শান্তি এ ধরায়, মানবের তরে নয়,
তথাপি আংশিক সুখ পায় জীবগণ;—
অভাগার চক্ষে, হায়, বিষময় সমুদায়,
যন্ত্রণা-আগ্নেয়-শূল দহে এ জীবন!
হৃদয়ের শান্তি মোর কোথায় এখন?
কেন সহি এত দুখ না জানি কারণ!

[৬]

দেব! তুমি তমোনাশ, আমার হৃদয়াবাস,
গাঢ়তম তমোপূর্ণ,—কর দরশন!
উজ্জ্বল কিরণজালে, নৈশ তমঃ বিদূরিলে,
হাসাইলে জীব জন্তু স্থাবর জঙ্গম;—
অভাগার হৃদিমাঝে, যে তমঃ সদা বিরাজে,

তাড়াইতে সেই তমঃ পার কি এখন?
হাসাতে আমারে তুমি, পার কি, হে দিবাস্বামী!
যেরূপে হাসালে তুমি এ বিশ্ব ভুবন?
পার যদি তাড়াও এ মনের আঁধার,
নিবেদন তব পদে এই হে আমার।

[৭]

নৈদাঘ গগনে বসি, উগরিয়া অগ্নিরাশি,
দগ্ধ কর রুদ্র তেজে জীবজন্তুগণ,
প্রখর প্রচণ্ড হয়ে, জলপূর্ণ জলাশয়ে,
জলশূন্য কর তুমি তেজেতে আপন।
শোক-নীরে নিমগন, অভাগার প্রাণ মন,
সে শোক-সলিল তুমি পার কি হে শুষিতে?
গণ্ডূষে অগস্ত্য মুনি, শুষিল সিন্ধুর পাণি,
এ সামান্য শোক-বারি পার না কি শুষিতে?
তমোনাশ! হৃদয়ের তমঃ নাশ কর,
বিষাদ-সলিল-রাশি নিজ তেজে হর।

[৮]

গগন-সাগরে, হায়! যে শকতি সদা বায়
তোমারে,—রজত-পোত—হে দেব তপন!
এ সংসার-পারাবারে, যিনি বাহিছেন মোরে,
তিনিই করুন মোর দুঃখ বিমোচন।
জগদীশ! দিবাকরে চালাইছ যে প্রকারে—
স্থির, অচঞ্চল ভাবে, চালাও আমায়।
আর এ যাতনা ঘোর, সহে না হৃদয়ে মোর,
বিকম্পিত মনোতরী নিমগন-প্রায়!
হায়! এ যন্ত্রণানল নির্ব্বাণ হইবে,
যখন শমন আসি আমারে গ্রাসিবে।

পঞ্চম সম্বোধন।

শুকতারার প্রতি।

[১]

ছড়াইয়া রূপরাশি, উজলিয়া পূর্ব্বদিশি,
কে তুমি সুন্দরী বসি সুনীল গগনে?
নিশি-শেষে নিতি-নিতি, স্বর্ণ-সিংহাসন পাতি,
কে তুমি বসিয়া থাক বল, সুবদনে!
অগণিত তারাদল, শোভে নীলাম্বর-তল,
সবার উজ্জ্বল তুমি ঊষা অগ্রদূতি!
নাহিক রূপের শেষ, উজ্জ্বল মধুর বেশ,
উজ্জ্বল মাধুরীময় তব দেহ, সতি!
গগন-গবাক্ষ খুলি' উজ্জ্বল নয়নে,
কা'র মুখ চেয়ে থাক বল, সুবদনে?

[২]

নিশাশেষে শশধর, পাণ্ডুবর্ণ কলেবর,
তাই কি দেখি'ছ তুমি বল, বিনোদিনি!
অথবা সরসী-নীরে, ব্যাকুলিতা কুমুদীরে,
দেখিছ কি একদৃষ্টে বল, সীমন্তিনি!
কমলিনী কুমুদিনী, সহোদরা দু'ভগিনী,
এ হাসে উহার দুখে অতি চমৎকার!
সহোদরা দুখ-দেখি', সহোদরা নহে দুখী,
আশ্চর্য্য ভগিনী-স্নেহ! বিচিত্র ব্যাপার!
নিশায় কুমুদী হাসে—কাঁদে কমলিনী,
দিনে কমলিনী হাসে—কাঁদে কুমুদিনী

[৩]

তাই কি দেখিতে, সতি! আ'স তুমি নিতি-নিতি,
অথবা অৰ্দ্ধেক সুপ্ত জগত-সংসারে,

স্বপন যখন গিয়া, নিদ্রা সহ জড়াইয়া,
দেখায় অদ্ভুত দৃশ্য মানবনিকরে;
কিম্বা গো যামিনী-শেষে, মধুর উজ্জ্বল বেশে,
আহ্বানিতে আ'স তুমি রবি-আগমন,
কিম্বা বরণ্ডালা করে, বিদায়-বরণ ক'রে,
এসেছ পূর্ণিম-চাঁদে দিতে বিসর্জ্জন ?
কি লাগি', গো সুরবালে! তব আগমন?
বল বল বল মোরে—রাখ নিবেদন।

[৪]

নেহারি' তোমার ভাতি, মনে ভাবি' দিনপতি,
তারাদল মিলাইল গগনের কোলে,
কেবলি রহিলে তুমি, উজলি' গগন-ভূমি,
যামিনীর শেষ-আশা তুমি, সুরবালে!
চাঁদের মুখচন্দ্রমা, হায়! হয়েছে কালিমা,
তুমিই উজ্জ্বল শুধু মলিন গগনে!
যামিনীর শেষ দশা, তাহার ভরসা আশা,
তুমিই রহিলে মাত্র এ তিন ভুবনে।
দাঁড়াও—ক্ষণেক থাক, তারাদল-রাণি!
তুমি গেলে ফুরাইবে এখনি যামিনী।

[৫]

যামিনীর শুকতারা! তোমায় হইয়া হারা,
যামিনীর নৈশ লীলা এখনি ফুরা'বে!
অস্তমিত হ'বে শশী, স্বর্ণবর্ণ হ'বে মসী,
বিমল সরসী-নীরে কুমুদী কাঁদিবে।
কাঁদিবে কুমুদী জলে, সুনীল গগনতলে,
আর না ভাতিবে ক্ষুদ্র তারকা-নিচয়,

স্বর্ণ-সম্মার্জ্জনী ধরি', ঊষা আসি' ত্বরাত্বরি,
কুড়াইবে গগনের রত্ন সমুদয়।
ত্বরায় ধরিবে বিশ্ব নূতন মূরতি,
যেও না, ক্ষণেক থাক, গগনেতে, সতি!

[৬]

সতেজ সরক্ত তনু, পূরব অচলে ভানু,
এখনি উদিবে, হায়, দহিতে ভুবন,
নিশার সুষমা রাশি, এখনি নাশিবে আসি,
উষ্ণতর করি' নৈশ মৃদুল পবন।
প্রফুল্ল সৌরভময়, নিশার কুসুমচয়,
এখনি হইবে, হায়, বিষাদে মলিন;
কেবল হাসিবে, সতি! পাইয়া প্রাণের পতি,
বিমল সরসী-নীরে কোমল নলিন।
নব রাজা, নবাসনে, নব নভঃস্থলে,
নব রাজ্যে, নব ভাবে, শাসিবে সকলে।

[৭]

দেখিতে দেখিতে, হায়, রঞ্জিত গগন-গায়,
ওই যে ক্রমশঃ তুমি যাইতেছ মিশা'য়ে,
না শুনি' সকল কথা, অন্তরেতে দিয়ে ব্যথা,
অদৃশ্য হই'ছ ক্রমে যামিনীরে নাশিয়ে;
যামিনীর জীবলীলা, চন্দ্রমার নৈশ খেলা
দেখিতে দেখিতে, হায়, ফুরাইয়া আসিল!
ওই দেখ সরোবরে, কমলিনী ধীরে ধীরে,
মধুর অধর পাশে মধু হাসি হাসিল।
প্রভাতের শুকতারা, ক্ষণেক দাঁড়াও,
অভাগার কথা ক'টি শুনে তবে যাও।

[৮]

সবাই যামিনী-শেষে, অচেতন নিদ্রাবশে,
আমিই এসেছি হেথা দেখিতে তোমায়,
অন্তরের কথাগুলি, অন্তর হইতে তুলি',
তোমারে বলিতে আজ জেগেছি নিশায়।
আমার অজ্ঞাতে, সতি ! আ'স যাও নিতি-নিতি,
ক্ষণমাত্র গগনেতে করি' অবস্থান,
বিনাশিয়া যামিনীরে, বিদারিয়া শশধরে,
ডাকি' দেব দিবাকরে কর অন্তর্ধান।
পেয়েছি তোমায় আজ ক্ষণেক দাঁড়াও,
অভাগার কথা ক'টি শুনে তবে যাও।

[৯]

যামিনীর শেষ দশা, যামিনীর শেষ আশা,
শেষের ভরসা তা'র, জানি হে তোমায়,
আমার তেমনি, হায়, শুকতারা তব প্রায়,
একটি শেষের আশা ছিল এ ধরায়।
আমারো একটি ছিল, কিন্তু সে কোথায় গেল,
শূন্য করি' এ হৃদয়, আঁধারি' নয়ন।
আমার ভরসা আশা, অন্তরের ভালবাসা,
ফেলিয়ে আমারে কোথা করিল গমন ?
তোমা বিনা যামিনীর যাই'ছে জীবন ;
সে বিনা অভাগা কিন্তু জীবিত এখন !

[১০]

সেই আশালতা ধ'রে, এত দিন এ সংসারে,
বেড়াতাম ঘুরে ঘুরে শুন, শুবদনে !
দিয়ে নিদারুণ ব্যথা, আমার সে আশালতা,
নিয়াছে ছিঁড়িয়া, হায়, বুকে বজ্র হেনে।

করিয়াছি কি বা পাপ, কেন হেন মনস্তাপ!
কি দোষে যে দোষী আমি বিধাতৃ-চরণে;
কিছুই না জানি আমি, জানেন অন্তরযামী,
এত দুখ ভাগ্যে মোর কিসের কারণে?
আমি কাঁদি যা'র তরে শয়নে স্বপনে,
সে কি কভু আমায় গো ক'রে থাকে মনে?

[১১]

হায় রে, শৈশবাবধি, যা'রে আমি নিরবধি,
প্রাণের অধিক ভাল বেসেছি যতনে;
যা'র মুখ নিরখিয়ে, মহাদুখ পাশরিয়ে,
ধরেছিনু এত দিন তাপিত জীবনে;
যা'রে হেরে ভাবিতাম, সংসার সুখের ধাম,
ভেবেছিনু যা'রে ল'য়ে কাটা'ব জীবন,
শৈশবের সহচরী, সংসার সাগর তরী,
সে আমায় ফেলে কোথা করিল গমন?
শুকতারা! তোমা বিনা যামিনী মরি'ছে;
সে বিনা কেমনে প্রাণ আমার রহি'ছে।

[১২]

বিষম কৌলিন্য-প্রথা, খাই'ছে দেশের মাথা,
আমার সে আশালতা ছিন্ন সে কারণে;
কৌলিন্য-শ্মশান-কালী, তাহার চরণে বলি
দিয়াছে নিষ্ঠুরগণ মোর প্রাণধনে।
তাহার সুখের আশা, আমার সুখের বাসা,
জনমের মত, হায়, ঘুচাইয়া দিয়াছে!
সে নয় আমার আর, আমি আর নই তা'র,
আমার সে শুকতারা অস্তমিত হ'য়েছে!
তোমার বিহনে নিশি জীবন ত্যজিল
আমি আর কি লইয়ে বেঁচে থাকি বল।

[১৩]

ভারতের শুকতারা, ভারত হইয়া হারা,
হ'য়েছে জীবনে মরা, হায় রে, এখন !
হৃদয়ে হানিয়ে বাজ, পৃথ্বীপতি পৃথ্বীরাজ,
শমন-ভবনে, হায়, করেছে গমন !
ভারতের সুখনিশি, ভারতের সুখশশী,
ভারতের সুখরাশি যবন-কবলে ;
আমার সুখের আশা, অন্তরের ভালবাসা,
ডুবেছে অতল বিষ-সাগরের জলে !
আশা বাসা যাহা ছিল—গেল যদি চ'লে,
যাক্ এ দুখের ধরা, যাক্ রসাতলে।

[১৪]

আবার আসিবে নিশি, আবার আসিবে শশী,
আবার আসিবে তুমি, পূরব-আকাশে ;
কিন্তু, হায়, অভাগার, জীবন-জীবনাধার,
আর কি আসিবে পুন অভাগার পাশে ?
আর কি হাসিবে আসি, ভারতের সুখশশী ?
ভারতের সুখনিশি আর কি আসিবে ?
আর কি সে শুকতারা, উজ্জ্বল কিরণভরা,
ভারতে আসিয়ে পুন হাসা'বে হাসিবে ?
আর কি পাইব আমি জীবন-জীবনে ?
আর কি ভারত পা'বে সে অমূল্য ধনে ?

———

ষষ্ঠ সম্বোধন ।

পাখীর প্রতি ।

[১]

প্রভাত হইল নিশি, গাও পাখী গাও,
পবিত্র প্রভাতী তান, মধুর ঝঙ্কারে,
মধুর ঝঙ্কারে গান গাইয়া জাগাও,
নিদ্রায় চৈতন্য-হীন মানব-নিকরে,
এখনো মানবগণ ঘুমে অচেতন,
এখনো কুহক-খেলা খেলি'ছে স্বপন ।

[২]

স্বপন চেতনা সহ জড়াজড়ি করি'
খুলিতে না দেয় আঁখি নিদ্রিত মানবে,
না পারে উঠিতে কেহ নিদ্রা পরিহরি,
জাগুক জগত-জন তোমার ও রবে ।
উষা-আগমন-বার্ত্তা কর হে ঘোষণা,
বাজাইছে স্রোতস্বতী প্রভাতী বাজনা ।

[৩]

ও কণ্ঠ-নিঃসৃত গীত এ প্রভাত কালে,
প্রভাত-সমীর-শিরে করি আরোহণ,
পশিলে আমার এই শ্রবণযুগলে,
বড় প্রীতি পাই আমি, ওরে বিহঙ্গম !
গাও পাখী ! কল কণ্ঠে, গাও গীত গাও,
শুনিতে ও গীত [illegible] [illegible] জাগাও ।

[৪]

যামিনীতে রমণীর সুরব শুনিয়া,
বিলাসী বাঙ্গালীগণ হয়েছে নিদ্রিত
তোমার সুরবে এবে উঠুক জাগিয়া,
গাও পাখী, গাও, গাও গীত সুললিত।
বাঙ্গালী সঙ্গীত-প্রিয় বিদিত ভুবনে,
এখনি জাগিবে তব সঙ্গীত শ্রবণে।

[৫]

অথবা বাঙ্গালীগণ গাঢ় নিদ্রাগত,
ভাঙ্গে না তাদের ঘুম বিহঙ্গম-গানে,
তা না হলে সুললিত ভারত-সঙ্গীত,
না পারে তাদের ঘুম ভাঙ্গা'তে সুতানে ?
বীণার ঝঙ্কার কানে সদাই পশিছে,
তথাপি বাঙ্গালীগণ ঘুমাইয়া আছে।

[৬]

হায় রে ! অসাড় এবে বাঙ্গালী জীবন,
তাদের সুনিদ্রা এবে অনড়—অচল,
চাহে না তাহারা কিছু পেলে নিদ্রাধন,
সার করিয়াছে তারা রমণী-অঞ্চল।
কি ছার ও সুললিত রব তোমাদের,
শত বজ্রাঘাতে ঘুম না ভাঙ্গে তাদের।

[৭]

কানন-নিবাসী পাখী ! কানন-রতন !
কানন আনন্দময় তোমারে লইয়া,
রূপে কর কাননের শোভা সংবর্দ্ধন,
শাখি-শাখা শিরে শিরে নাচিয়া নাচিয়া।

নাচিয়া নাচিয়া গাও, কাননের পাখী,
দেখিয়া জুড়াক মোর এ যুগল আঁখি।

[৮]

স্বাধীন অন্তরে, পাখী, বেড়াও কাননে,
স্বাধীন অন্তরে গান গাও হে উল্লাসে,
অধীনতা কারে বলে জান না স্বপনে,
বনবাসী! বনে আছ মনের হরষে!
বনে থাকি বন-ফলে বাঁচাও জীবন,
বিমণ্ডিত তব শিরে স্বাধীনতা-ধন।

[৯]

কিন্তু পাখী!

যে ভাবে সঙ্গীত গাও কানন মাঝারে,
সে ভাব তোমার কেন না হেরি নয়নে,
যখন মানবগণ আনিয়া তোমারে,
লালন পালন করে পরম যতনে।
যে জন যতনে করে তোমারে পালন;
তার কাছে কেন আর গাও না তেমন?

[১০]

আশ্রয়দাতার প্রতি কপট আচার!
তবে কি কৃতঘ্ন তুই, ওরে বিহঙ্গম?
কি রূপ বুঝিতে নারি তোর ব্যবহার,
সৃষ্টির মাঝেতে তোরা নিতান্ত অধম।
না না না, তা নয়, বুঝি স্বাধীনতা-শোকে,
দিবানিশি পিঞ্জরেতে থাক মনোদুখে?

[১১]

বিহঙ্গ! আবদ্ধ তুমি সুবর্ণ-পিঞ্জরে,
পরাধীন তুমি পাখী, পরের প্রত্যাশী,

স্বাধীনতা তোমার সে কানন মাঝারে,
তাই মনোদুঃখে তুমি থাক দিবানিশি।
সে স্বর কাননে তব স্বাধীনতা সনে,
তাই আর গাও না ক উল্লাসিত মনে

[১২]

ভারতের সুবিস্তৃত কবিতা-কানন,
হায় রে, বিহঙ্গশূন্য নিরানন্দ-ময়,
কে গায় মধুর গীত শ্রবণ-রঞ্জন ?
গিয়াছে সুকণ্ঠ পাখী শমন-আলয় !
ভারতের কবিগণ আছে কি রে আর,
বরষিতে এ ভারতে অমৃতের ধার !

[১৩]

যখন গাইত তারা ভারত-কাননে,
ললিত মধুর তানে, মধুর ঝঙ্কারে,
প্রতিধ্বনি চমকিয়া ভ্রমিত ভুবনে,
প্রবেশিত সুধাসম শ্রবণবিবরে।
ব্যাস বাল্মীকির গীত সুধার আধার,
কালিদাস, ভবভূতি —অমৃত-ভাণ্ডার।

[১৪]

বঙ্গের বিহঙ্গগণ বঙ্গ শূন্য করি,
চলিয়া গিয়াছে, হায়, শমন-ভবন ;
আর রে শুনি না সেই সুস্বর-লহরী,
নীরব সুরব হায়, বঙ্গেতে এখন !
কৃত্তিবাস, কাশীদাস কোথায় এখন ?
ভারত, ঈশ্বর কোথা শ্রীমধুসূদন ?

[১৫]

পর-নিন্দা-গত-প্রাণ বঙ্গের বানর,
সাহিত্য-শাখাগ্রে যারা শিখেছে ধরিতে
মধুময় মধুর সে সঙ্গীত সুন্দর,
রসহীন ব'লে নিন্দা করে নানা মতে।
বঙ্গ-কাব্যোদ্যানে যার অভিনব তান,
করিতে চাহে রে তারা অকবি প্রমাণ।

[১৬]

কাননের পাখী! তরু-শাখায় বসিয়া,
স্বাধীন-সঙ্গীত গাও এক বার তরে,
ভারতে স্বাধীন গান গিয়াছে ঘুচিয়া,
অন্তরের তান লয় নিহিত অন্তরে।
গাও রে! তোমার মুখে শুনি সেই তান,
ভারতে নাহিক আর সে স্বাধীন গান।

[১৭]

হায় রে, দুরন্ত ব্যাধ ভারত-কাননে.
পশিয়াছে বলদর্পী ঘোর অত্যাচারী,
না দেয় গাইতে গান বিহঙ্গমগণে,
না দেয় তুলিতে আর সুস্বর-লহরী।
কানন-ব্যাপিত জাল করিয়া বিস্তার,
বন্দী করিয়াছে সবে কৌশলে এ বার।

[১৮]

নীরব নীরব হায়, ভারত-সঙ্গীত,
সমুচ্চ সপ্তম স্বরে সুরাগে সুতানে,
বাজে না মধুর বীণা হ'য়ে পুলকিত,
রুদ্ধকণ্ঠ পিককুল ব্যাধের কৌশলে।

না পারে ফুটিতে মুখে মনে যত আশ,
কালরূপী কিরাতের হোক সর্ব্বনাশ।

[১৯]

তাই বলি, পাখী! তুমি এক বার গাও,
প্রাণ পূরে, তান ধরে, স্বাধীন অন্তরে,
নিভৃত কাননস্থল ঝঙ্কারে মাতাও,
জাগাও এ নিদ্রাগত মানবনিকরে।
তুমি ছাড়া, গলা ছেড়ে কে আর গাইবে?
স্বাধীন তুমি, রে পাখী, এ বিপুল ভবে।

[২০]

ওই দেখ উষা দেবী পূর্ব্ব-প্রাচী হতে,
ধীরে ধীরে নামিছেন বিশ্ব-বিকাসিনী,
তোমার সে মধুমাখা সঙ্গীত শুনিতে,
গাও, পাখী, উচ্চ তানে পূরাও মেদিনী।
উষা-আগমন-বার্ত্তা কর হে ঘোষণা,
ওই বাজে নদী-গর্ভে প্রভাতী বাজনা!

সপ্তম সম্বোধন।

তরুর প্রতি।

[১]

তরুবর! তব তলে কত শত বার,
এসেছি গিয়াছি আমি এই নিশাকালে;
তরু হে! তোমার তলে হৃদয় আমার,
কত বার ভেসেছিল আনন্দ-সলিলে।

সম্মুখে সরসী—স্বচ্ছ তরল দর্পণ,
কত সুখ-প্রতিবিম্ব দেখা'ত তখন ;
সুনীল গগনে চাঁদ,   পাতিয়ে রূপের ফাঁদ,
হাসা'ত বিচিত্র রূপে নিখিল ধরায়,—
শোভাময়ী বিভাবরী,   পুষ্প-অলঙ্কার পরি,
ফুটা'ত উজ্জ্বল ফুল গগন-তলায়,—
তোমার শ্যামল পত্র,   সুশীতল আতপত্র,
কৌমুদী-বিধৌত দেহ শাখি-শাখা-গায়,
ধরিত হে কত শোভা, নীরদে বিজলী-প্রভা,
হাসাইত প্রকৃতিরে, হাসা'ত আমায়।
আমি হাসিতাম আর প্রেয়সী হাসিত,
নব নব শোভা যত নয়নে পশিত।
আমাদের দুজনায় তুমি লয়ে কোলে,
আবরি দোঁহার দেহ তিমির বসনে,
বসায়ে রাখিতে তব অভয়দ তলে,
আশ্রিতে আশ্রয় দান করিতে যতনে।

[২]

কত হাসি হাসিতাম বসিয়া এখানে,
কত শোভা দেখিতাম সরসীর জলে,
কত সুখী হইতাম প্রেয়সীর সনে,
কত প্রীতি পাইতাম বসি' তব তলে।
সুন্দর বদনখানি রাখি মোর বুকে,
কত হাসি হাসিতেন প্রিয়া মনোসুখে !
কিন্তু হে এখন, হায়,   বিষময় সমুদায়,
বিষময় তব তল, বিষময় [illegible],
বিষ নৈশ সমীরণ,   বিষ চন্দ্রমা-কিরণ,
বিষময়ী শোভাময়ী [illegible] শি।

সেই ত সকলি আছে, সেই পাতা সেই গাছে,
সেই চাঁদ সেই তারা গগনের তলে,
সেই সে বিজলী-হাস, তব পত্রে পরকাশ,
সেই আমি বসি তব তমোময় কোলে।
সেই ত রয়েছে সব শোভা মনোরম,
কিন্তু হে, কোথায় সেই সুখ অনুপম?
হায় রে! মনের সুখ গিয়াছে চলিয়া,
অন্তর আমার এবে বিষাদে মগন,
প্রেমবৃন্ত হতে, হায়, লয়েছে তুলিয়া,
সুখের কুসুম মোর—আঁধারি নয়ন।

[৩]

তরুবর! ভিলাকার বীজ হতে তুমি,
ধরিয়াছ ক্রমে ক্রমে এ দীর্ঘ আকার,
আবরণ করিয়াছ তব তল-ভূমি,
সুশ্যামল সুবিস্তৃত দেহেতে তোমার।
প্রসারিয়া কর শত হস্ত পরিমাণ,
করিতেছ কাননের দৈর্ঘ্য পরিমাণ।
হায়, তরু! এ বিজনে, সমীরণ পরশনে,
কি গা'স আপন মনে বল্ রে আমায়?
সর্ সর্ স্বর তুলে, কার গুণ হেলে দুলে,
গা'স্ প্রেমানন্দে গলে, বল্ রে আমায়?
গভীর রজনীযোগে, কি শোক উঠে রে জেগে
তোর মনে, বল্ আগে, বল্ রে আমায়?
কি জ্বালা অন্তরে জ্বলে, নিবাইতে যে অনলে
ভাসিস্ নয়ন-জলে, বল্ রে আমায়?
প্রভাতে দেখি রে তোর নয়নেতে নীর,
লোকে বলে পড়িয়াছে নিশির শিশির।

নিশিই বা কি কারণে আঁখি-জল ফেলে,
প্রকাশিয়া, তরু ! তুই দে আমায় বলে,
আমি জানি আমি ভাসি নয়নের জলে,
আশায় আমার ছাই পড়িয়াছে বলে।

[৪]

তরুবর ! তিলাকার বীজ হ'তে, হায়,
বাড়িয়াছে যতনের প্রণয় আমার,
এক মনে এক প্রাণে রজনী দিবায়
করিতেছি আরাধনা আমি রে তাহার।
মনোমন্দিরেতে তায় করিয়া স্থাপন,
ভাবিতেছি মনে মনে মুদিয়া নয়ন।
প্রাণ সমা প্রিয়া সনে, বসি এ বিজন স্থানে,
বিনিময় প্রাণে প্রাণে করিতাম, হায়,
হৃদয়-কবাট খুলি, হৃদয়ের কথাগুলি,
করিতাম বলাবলি মোরা দুজনায়।
প্রাণ-সম প্রিয়া সনে, বসি এ বিজন স্থানে,
দেখিতাম এ মরতে স্বরগ উদয়,
তারে লয়ে ভাবিতাম, সংসার সুখের ধাম,
হায়, এবে তমোপূর্ণ অনন্ত নিরয় !
ধরা-গর্ভ-গামী মূল তরু হে তোমার !
পশেছে প্রণয়-মূল হৃদয়ে আমার।
জড়াইয়া হৃদয়ের প্রত্যেক পঞ্জরে,
বিঁধিয়াছে মূল তার হৃদি অন্তস্তলে,
ক্ষুদ্র দেহ বট যথা ইষ্টক-প্রাচীরে,
প্রত্যেক ইষ্টকে রাখে জড়াইয়া মূলে।

[৫]

বল্‌, তরু! বল্‌ মোরে, সেই বট গাছে,
না ভাঙ্গি প্রাচীরে কে বা পারে উৎপাটিতে?
কে বা পারে উৎপাটিতে, কে এমন আছে,
হৃদি-বিদ্ধ এ প্রণয়ে এ হৃদয় হতে?
হৃদয়-পঞ্জর একে একে চূর্ণ হ'বে,
তবু এ প্রণয় হায়, উঠান না যাবে!
মনে ভাবি, ভাবিব না, আর মনে আনিব না,
সেই মুখ, সেই চোখ, সেই বিম্বাধর,
মনে করি বিধিমতে, মনে মনে দৃঢ় হতে,
হায় রে, বালির বাঁধ ভাঙ্গে অতঃপর!
সিন্ধু সমাগম আশে, হেসে হেসে ভেসে ভেসে,
নদীর তরল জল একমুখো ধায়,
দুর্ব্বল বালির বাঁধে, কে আছে তাহারে বাঁধে,
ফিরাইতে তার গতি কে পারে ধরায়?
ধরা-প্রেমাকাঙ্ক্ষী তব বৃন্তচ্যুত ফলে,
কে বা পারে উড়াইতে উর্দ্ধ শূন্যস্থলে?
প্রেম-গুণে বাঁধা সবে এ মহীমণ্ডলে,
তরুতে জড়িতা লতা প্রেমের কারণে,
প্রেমে চন্দ্র সূর্য্য তারা বাঁধা নভস্তলে,
ঈশ্বর আপনি বাঁধা প্রেমের বন্ধনে।

[৬]

যে বলে বলুক প্রেম-তরু বিষময়,
বিষময় ফল তার বিষময় সব,
আমি বলি সুধাময় পবিত্র প্রণয়,
বিরহ-অনলে যদি না পোড়ে মানব।

মাস বর্ষ দিন ক্ষণ ক্রমে ক্রমে যায়,
প্রণয় প্রণয়ি-হৃদে সুধা বরষয়।
দিন যায়, ক্ষণ যায়, সাধের যৌবন যায়,
প্রণয়-পিপাসা, হায়, কোন কালে থামে না,
দিন যায়, ক্ষণ যায়, অনলে আহুতি প্রায়,
প্রণয়ীর প্রেম-আশা বাড়ে বই কমে না।
দিন যাবে, ক্ষণ যাবে, সাধের যৌবন যাবে,
আমার প্রণয়-আশা সমভাবে রবে,
দিন যাবে, ক্ষণ যাবে, মাস বর্ষ গত হ'বে,
দিন দিন প্রেম-তরু হৃদয়ে বাড়িবে।
হৃদয়ে প্রণয়-মূল ক্রমেই বিঁধিবে,
হৃদয়ের সঙ্গে শেষে উৎপাটিত হবে।
ভীম প্রভঞ্জন কিম্বা মানবের বলে,
হও যদি উৎপাটিত তুমি, তরুবর!
যত মৃত্তি জড়াইয়া রবে তব মূলে,
তত মৃত্তি মূল সহ উঠিবে উপর।

[৭]

বল, তরু, কোথা মোর জীবন-রূপিণী?
আমি যে এসেছি তারে দেখিতে হেথায়!
লুকায়েছে তাহারে কি তামসী যামিনী?
বল, তরু! বল মোরে, বল রে আমায়!
বসিতে বিজন স্থানে সে ভালবাসিত,
তাই সে আমার সনে এখানে আসিত।
সর্ সর্ স্বর তুলে, কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে,
কি বলিলে?—ওহ!—থাম, আর বলিও না,
হায়, ও দারুণ কথা, বল না, বল না হেথা,
"শমন লয়েছে তারে"!—আর বলিও না!!

এই কি উচিত তার? এই কি রে সুবিচার,
দয়াময় প্রেমময় পরম পিতার?
নির্দয় নিষ্ঠুর যমে, সমর্পিয়া পুত্রপ্রেমে,
করিলেন প্রেমের কি মাহাত্ম্য প্রচার?
হায়, যদি তারে হরি লয়েছে শমন,
আমিও তাহার পাশে করিব গমন।
না, না, নারী-প্রেম কভু সুখময় নয় রে!
প্রথমে মধুর, কিন্তু শেষে বিষময় রে!!
কুসুমেতে কীট আছে গরল সুধায় রে!
প্রণয়ে বিরহ আছে, হায় হায় হায় রে!!

সম্পূর্ণ।

গ্রন্থাবলী সমাপ্ত।

Printed at the Vina Press—Calcutta.

৺প্রমথনাথ মিত্র প্রণীত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে

সম্পাদকগণের অভিপ্রায়।

জয়পাল নাটক।

"নাটকখানি পাঠ করিলে সময় বৃথা গেল বলিয়া পাঠকের আক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের বিবেচনায় নাট্যশালায় ইহা অভিনীত হইলে দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের নিতান্ত সন্তোষজনক হইবে।"

সহচর।

"এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে গ্রন্থকার যে অনেক চতুরতা ও নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহার ভুল নাই। এ পুস্তকখানি যিনি পাঠ করিবেন, তিনি বিরক্ত হইবেন না।"—অমৃতবাজার পত্রিকা।

"এখানি যে প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে নাট্যশালার বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে। ইহার লেখার সৌন্দর্য্য আছে। ইহা পাঠ করিলে যবনদিগের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ও ভারতের উদ্ধারসাধনার্থ উৎসাহের উদ্রেক হয়। জয়পাল এই নাটকের নায়ক, তাঁহার পালা যথাযথ চিত্রিত হইয়াছে। জয়পালের লেখা উৎকৃষ্টই হইয়াছে।"

ভারত সংস্কারক।

"সদানন্দ নামক রাজপারিষদের চরিত্র অতি সুন্দর ও নূতনরূপে সংগঠিত হইয়াছে।"—এডুকেশন গেজেট।

"ইহাতে গ্রন্থকার নাটক লিখিবার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।"

সমাজদর্পণ।

"জয়পালের ভাষা অধিকতর পরিপক্ক, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। জয়পালের রচনা-প্রণালী অধিকতর গভীর। গ্রন্থকার এই নাটকে আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। নাটকখানি অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। গ্রন্থের দোষ ভাগ অপেক্ষা গুণ ভাগ অধিক। গ্রন্থের পাত্রদিগের মধ্যে সদানন্দের চিত্রটি অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে।

বিজয়কেতুকে গ্রন্থকার বেস্ প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়াছেন। নাটকের গীত-গুলি অতি সুন্দর। গ্রন্থকারের কবিত্বও বেশ আছে।"

সাপ্তাহিক সমাচার।

"It seems, the author has a command over a clear style. He has produced a work, whose literary merits, any educated native cannot but approve. The pieces of poetry and especially those exhortatives to the soldiers are indeed lively and vigorous, and reflect much credit on the young author."—*National Magazine.*

"The play has considerable merit, especially in descriptions, which are lively and graphic."

Bengal Magazine.

"The descriptions of the author are lively and full of spirit."—*National Paper.*

নগ-নলিনী নাটক।

"লেখক যদিও অল্পবয়স্ক, তথাপি লেখা মন্দ হয় নাই। কবিতাগুলি উত্তম হইয়াছে, নাটকের কল্পনাও মধ্যবিৎ অপেক্ষা ভাল। ভবিষ্যতে ইনি এক জন সুলেখক হইবেন সন্দেহ নাই।"—সহচর।

"লেখকের রচনাশক্তি আছে। গদ্য অপেক্ষা পদ্যে সেই শক্তির অধিক স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে।"—সাপ্তাহিক সমাচার।

"সমালোচ্য বাক্য হইতে কিয়দংশ অবিকল তুলিয়া দিতেছি, ইহাতে যথার্থই কবিত্ব ও লালিত্য আছে—* * *"

হালিসহর পত্রিকা,

"এরূপ কথনই বলা যাইতে পারে না যে, গ্রন্থকার নাটক লিখিতে অক্ষম। তাঁহার সুললিত কবিতা লিখিবারও বিশেষ ক্ষমতা আছে।"

মধ্যস্থ।

"গ্রন্থকার রচনাশক্তির ও কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।"

তমোলুক পত্রিকা।

"The author seems to possess a deal of merit. His style is generally clear and his pieces ef poetry in several instances are beautiful indeed and reflect credit on the author."—*National Paper.*

বীরকলঙ্ক নাটক।

"বীরকলঙ্ক নাটক, শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র-প্রণীত। সপ্তরথী বেষ্টন করিয়া অভিমন্যুকে বধ করেন, সেই বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের গুণে গ্রন্থখানি আরও মনোহারী হইয়াছে। গ্রন্থের অনেক স্থানে গ্রন্থকারের রচনা-গুণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।"—সোমপ্রকাশ, ৩০এ শ্রাবণ, ১২৮৪ সাল।

শুম্ভসংহার নাটক।

"শুম্ভবধ উপাখ্যান অপরিচিত নহে, কিন্তু লেখকের রচনাগুণে উহা অপূর্ব্ব জ্যোতিযুক্ত হইয়াছে। এরূপ নাটকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।"—মুরশিদাবাদ পত্রিকা।

"পুস্তকখানির অনেক স্থলেই কবিত্বশক্তির বেস্ বিকাশ হইয়াছে। ভগবতীর প্রতি দৈত্য সেনানায়ক ধূম্রলোচনের উক্তিগুলি পাঠ করিলে বোধ হয় যেন সৌম্য, বীর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য একাধারে মূর্ত্তিমান্।"—প্রভাতী।

"স্থানে স্থানে ইহা পাঠ করিয়া আমাদের শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণতঃ আমরা যে সকল পদ্যময় গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকি, তদপেক্ষা এখানি উচ্চদরের হইয়াছে।"—সমাচার চন্দ্রিকা।

"প্রমথ বাবু এক জন জানিত লেখক। * * * তাঁহার রচনা মিষ্ট ও ললিত, ভাব সরল ও সুন্দর। নাট্যাংশে গ্রন্থকারের বিশেষ গুণপনা দৃষ্ট হইল। দৈত্যপতি শুম্ভের চারিটী সেনাপতির চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে; গ্রন্থকার এক চরিত্রের সহিত অন্য চরিত্রের অতি সুন্দর মিলন করিয়াছেন। বৃত্রসংহারের ঐন্দ্রিলা ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা, গর্ব্ব বজায় রাখিতে তিনি স্বামীর

অমঙ্গলেও কুণ্ঠিতা নন। কিন্তু শুম্ভসংসারের শুভ্রা গর্ব্বিতা অথচ পতিব্রতা। গর্ব্বের সহিত পাতিব্রত্যের এই সংমিশ্রণটী আরও সুন্দর হইয়াছে। প্রশংসার আরও অনেক জিনিষ আছে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭।

"আমরা এই গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। ইহাতে রক্তবীজের সহিত দেবীর যুদ্ধবর্ণনায় গ্রন্থকার আপন প্রতিভার বিশেষ পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছেন।"— শ্রীহট্ট প্রকাশ।

"কয়েক বৎসর হইল, শুম্ভবধ উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "দানব-দলন" নামে একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। দানব-দলন কাব্যে দুইটী দোষ না থাকিলে কবিদিগের মধ্যে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। সে দুইটী দোষ এই, প্রথমতঃ রামবাবু যুদ্ধের সামরিক দৃশ্যের মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী কোমল দৃশ্য ছড়াইয়া দিয়া পূর্ব্ব দৃশ্যের উগ্রভাব হ্রাস করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ উচ্চ ভাব ও ভাষার মধ্যে মধ্যে তিনি রূঢ় ও গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করিয়া পাঠককে সামান্য কারণে অসন্তুষ্ট করিয়াছেন। প্রমথনাথ এই দুইটী দোষই অনেক পরিমাণে পরিহার করিয়াছেন। শুম্ভসংহারের ভাষা মধ্যে একটী অসমান কি কঠোর শব্দ পাওয়া যাইবে না, তাহার ভাষা বর্ষার নদীর ন্যায় নিঃশব্দে বহিয়া যাইতেছে। অভিনীত হইলে শুম্ভ-সংহার যে দর্শকের মন হরণ করিবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।"—ভারতমিহির।

"ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারা যায় না, এবং শেষ হইলে আর নাই বলিয়া আপ্‌শোস হয়। ইহা পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়—ও মন, বীর, করুণ প্রভৃতি রসে উৎসাহিত ও আর্দ্র হয়। ইহাতে অন্তঃপ্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাত সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। শুম্ভ হইতে সামান্য দূতের অবধি চরিত্রের নির্ম্মলতা ও উপযোগিতা দেখিলে প্রমথ বাবুকে বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।"—হালিসহর প্রকাশিকা।

দ্বাদশ নারী।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

মূল্য কাগজে বাঁধাই ৷৵০ দশ আনা। সুন্দর কাপড়ে স্বর্ণনামাঙ্কিত বাঁধাই ৸০ বার আনা।

আকার সুবৃহৎ—১২ পেজী ফর্ম্মার প্রায় ১৪০ পৃষ্ঠা।

সচিত্র।

দ্বাদশ নারী সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মত।

"মহতের চরিত্র মহদুপদেশময়। কল্পিত চরিত্র পাঠাপেক্ষা প্রকৃত জীবনী পাঠে যে কত উপকার, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা অপতিত, তাই আমরা মহতের মহত্ত্ব বুঝি না, গৌরবময় জীবনের গৌরব অনুভব করিতে পারি না। পৃথিবীর কোন স্থানে যদি বীরত্বের পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে, তবে তাহা ভারতেই হইয়াছে। ইতিহাস ইহা স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেছে; অহং-মত্ত ইউরোপও ইহা অবনত-মস্তকে স্বীকার করিতেছে। এ সকল কথা জানিতে, এ সকল কাহিনী শুনিতে বাঙ্গালীর যেন একটু একটু আগ্রহ হইতেছে। "আর্য্যকীর্ত্তি" এখন গৃহে গৃহে পূজ্যপাদ আর্য্যদিগের কীর্ত্তি প্রচার করিতেছে। আবার আজ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী ভারতের দ্বাদশ নারীর জীবন-কাহিনী জলন্ত ভাষায় বর্ণন করিয়া বাঙ্গালীর হস্তে দিয়াছেন, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। ইহাতে তারাবাই, অহল্যাবাই, দুর্গাবতী, বিদুলা প্রভৃতি নয়টি আর বঙ্গের রাণী-ভবানী, রাণী রাসমণি ও বেহুলা এই

তিনটি রমণীরত্নের উজ্জ্বল কাহিনী, অতি উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণিতহই-য়াছে।” ইত্যাদি

দৈনিক, ১৬ই বৈশাখ, ১২৯২।

“আজি কালি আমাদের বঙ্গমহিলাগণের বিদ্যানুশীলনের স্রোত-দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ তাঁহাদের পাঠোপযোগী গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা পরম আহ্লাদিত হই-য়াছি। তাঁহাদের উন্নতি সাধনেচ্ছায় যাঁহারা অতি সামান্য সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারাও আমাদের ধন্যবাদার্হ। মহৎ লোকের জীবনী অধ্যয়ন, চরিত্র গঠনের এক প্রধান উপায়, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এইরূপ আলোচনায় হৃদয়ের গ্রন্থি খুলিয়া যায় এবং সদ্ভাবের স্ফূর্ত্তি পাইয়া মহত্ত্বে পরিপূর্ণ হয়। এই কারণেই সভ্যসমাজে জীবনীর এতাধিক আদর। আজি কয়েক বৎসর হইতে আমরা বঙ্গসাহিত্যে কয়েকখানি জীবনী প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহার দ্বারা আমাদের অভাব-সমুদ্রের এক গণ্ডূষ মাত্রও পূর্ণ হয় নাই। তবে পূর্ব্বে একখানিও দেখিতে পাওয়া যাইত না, আজি কালি দুই একখানি দেখিতে পাইতেছি। ইতিপূর্ব্বে যে সকল জীবনী প্রকা-শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই পৌরাণিক ও বিদেশীয়। আমা-দের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জীবনীই আমাদের মহিলাগণের বিশেষ উপযোগী। কারণ, ইহা প্রকৃত ঘটনা বলিয়া আমাদের কুলবালা-গণের অধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা।

তারা বাই, জবহর বাই, পান্না, মহারাণী অহল্যা বাই, দুর্গাবতী, বিদুলা, বীরাঙ্গনা লক্ষ্মী বাই, রাণী ভবানী, শূরসুন্দরী পদ্মিনী, বেহুলা, রাণী রাসমণি, চন্দ্রাবতী বা মহারাণী ঝিন্দন, এই বারটী আদর্শ নারীর জীবনের কতকগুলি প্রধান প্রধান ঘটনা লইয়া এই পুস্তক বিরচিত। তারা বাই, জবহর বাই, দুর্গাবতী, বিদুলা, লক্ষ্মী বাই, এবং মহা-রাণী ঝিন্দন স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বীরোচিত যুদ্ধ করিয়া শেষে অকাতরে স্ব স্ব জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পদ্মিনী অসামান্য

কৌশলে নিজ সতীত্ব রক্ষা করিয়া স্বামীকে শত্রু-শিবির হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বেহুলা অসাধারণ পতিভক্তি, একনিষ্ঠা ও অধ্যবসারের দ্বারা সর্পদষ্ট স্বামীকে বাঁচাইয়াছিলেন। রাণী ভবানী ও অহল্যা বাই রাজনীতিকুশলা, পরোপকারিণী ও দয়াবতী ছিলেন, এবং অত্যন্ত বিশৃঙ্খল সময়ে রাজ্যের সুশাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পান্না রমণী-জীবনের স্বার্থশূন্যতার মূর্ত্তিমন্ত দৃষ্টান্ত! তিনি অম্লানবদনে নিজসম্মুখে আপনার পুত্রের প্রাণ দিয়াও প্রভু-পুত্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। রাণী রাসমণি বাঙ্গালী-রমণী হইয়া যেরূপে দরিদ্রের দুঃখ মোচনার্থ পরাক্রান্ত বৃটিশ্ সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিজ উদ্দেশ্য ও সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, অতি আশ্চর্য্য! এই দ্বাদশটী রমণীর জীবনী যথার্থই আদর্শস্বরূপ। ইহাদ্বারা আমাদের রমণীকুলের বিশেষ উপকার হইবে, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি। জীবনী লিখিতে হইলে বাল্যকাল হইতে সকল ঘটনাই উল্লেখ করিতে হয়, কারণ তাহার অভাবে কি প্রকারে চরিত্র গঠন হইল, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তবে আমাদের দেশে কোন জীবনীর বিশেষ বৃত্তান্ত না থাকায় এই সামান্য জীবনীতেও পরিতৃপ্ত হইতে হইতেছে। নবনারী নামক পুস্তকে অহল্যা বাই ও রাণী ভবানীর জীবনী আছে; কিন্তু তাহা ব্যতীত আরও দশটি নারীর বিষয় এই পুস্তকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই বিপ্লবময় ভারতে বাক্-পটু অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালীর মনে বিশেষতঃ অর্দ্ধশিক্ষিতা বিলাসিনী বাঙ্গালী রমণীদিগের চক্ষে এইরূপ আদর্শ-জীবন চিত্রিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। উপন্যাস, নাট্যগীতি ইত্যাদি অসার বিষয়ে কালক্ষেপ না করিয়া এরূপ আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার দেশের হিতসাধন করিয়াছেন। আশা করি, তিনি আরও এইরূপ গ্রন্থ লিখিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।”

সময়, ২৯এ বৈশাখ, ১২৯২।

বিজ্ঞাপন।

অতি সুলভ! অতি সুলভ! অতি সুলভ!!!

সুকবি ৺ প্রমথনাথ মিত্রের

গ্রন্থাবলী।

৪৸৵০ মূল্যের ৭ খানি গ্রন্থ ২৲ টাকা মূল্যে, কিন্তু আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৫ই ভাদ্র পর্য্যন্ত তিন মাস মধ্যে ১৲ টাকা মূল্যে প্রাপ্তব্য।

তাহার পর আর ১৲ টাকায় কেহ পাইবেন না।

কি ২৲ টাকায়, কি ১৲ টাকায় সকল সময়েই ডাকমাসুল ।০ আনা হিসাবে লাগিবে।

এই গ্রন্থাবলীতে নিম্নলিখিত সাতখানি গ্রন্থ আছে।

১। জয়পাল নাটক মূল্য ১৲

২। নগনলিনী নাটক " ১৲

৩। শুম্ভসংহার নাটক " ৸০

৪। প্রেমপারিজাত (গীতিনাট্য) " ৵০

৫। বীরকলঙ্ক, ১ম খণ্ড, অভিমন্যুবধ নাটক " ॥

৬। বীরকলঙ্ক, ২য় খণ্ড, জয়দ্রথবধ নাটক মূল্য ১৲

☞ জয়দ্রথবধ নাটক পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই।

৭। সপ্তসম্বোধন (কাব্য) মূল্য ।০

পূর্ব্বে আমি সর্ব্বপ্রথমে যখন রাজকৃষ্ণ বাবুর গ্রন্থাবলী সুলভ মূল্যে সাধারণ্যে প্রকাশ করি, তখন সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাবলী এইরূপ সুলভ মূল্যে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। আমিও সেইরূপ চেষ্টা করিয়া আসিতেছি! সম্প্রতি ৺প্রমথনাথ মিত্রের সুপ্রসিদ্ধ ও সুপাঠ্য পুস্তকগুলি সুলভ মূল্যে প্রকাশ করিলাম। গ্রন্থকার অকালে কালকবলিত হওয়াতে তাঁহার পরিশ্রমের সুন্দর রত্নগুলি সঞ্চয় করিয়া রাখাই আমার উদ্দেশ্য। ভরসা করি, বঙ্গীয় পাঠক মহাশয়গণ মৃত কবির স্মরণার্থ তদীয় গ্রন্থাবলীর এক এক খণ্ড গ্রহণ করিবেন। মূল্য ও ডাকমাসুল আমার নিকট পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

প্রকাশক।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী।

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ,—১২৯২ সাল।

বিজ্ঞাপন।

খুব সুলভ !

একবার অবশ্য দেখুন, ডাক্তরী পুস্তক সকলের মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায় মফস্বলবাসী ডাক্তর ও স্কুলের ছাত্রগণ অনেক সময়ে টাকা জুটাইয়া পুস্তক ক্রয় করিতে পারেন না, ইচ্ছা সত্ত্বেও পুস্তক পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে অসমর্থ হন, এই জন্য আমি কয়েক জন ডাক্তরী পুস্তকের গ্রন্থকারকে বিশেষরূপ অনুরোধ করিয়া নিম্ন-লিখিত পুস্তকগুলির মূল্য ৩ মাসের জন্য কমাইয়া দিলাম, এমন সুবিধা আর হইবে না, এই তিন মাসের মধ্যে যাঁহার যাহা আবশ্যক, কিনিয়া লউন, পুস্তক না ফুরাইলে পূজা পর্য্যন্ত এই নিয়মে পুস্তক দিব।

১। ভিষকবন্ধু ৩য় সংস্করণ, ডাক্তর ৺দুর্গাদাস কর প্রণীত, ইংলণ্ড-প্রত্যাগত ডাক্তর রাধাগোবিন্দ কর কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২৲ দুই টাকার স্থলে ১৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ও রেজিষ্টরী খরচা ৶৹।

২। সরল ভৈষজ্য-পাঠ, বাবু ঈশানচন্দ্র সরকার প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকার স্থলে মায় ডাকমাসুল ॥১৹।

৩। ডাক্তর কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য কৃত চক্ষু-চিকিৎসা, মূল্য ৪৲ চারি টাকার স্থলে ২৲ টাকা, ডাকমাসুল ৶৹।

৪। ডাক্তর অম্বিকাচরণ রক্ষিত প্রণীত ভারত-ভৈষজ্যতত্ত্ব ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে, ৩৸৹ টাকার পরিবর্ত্তে ডাঃ মাঃ সহ ২।৹।

৫। ঐ কৃত গার্হস্থ্য চিকিৎসা-বিদ্যা, ১।৹ টাকার পরিবর্ত্তে মাসুল সহ ॥৶৹। সময় অতীত হইলে নিশ্চয় পূর্ণ মূল্য হইবেক।

৬। ভাবপ্রকাশ—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ৫॥৹ পরিবর্ত্তে মাশুল সহ ৩।৹ টাকা।

৭। ভিষক্‌সুহৃদ—ডাক্তর রাধাগোবিন্দ কর প্রণীত, ৩৲ টাকার পরিবর্ত্তে মাশুলসহ ২।৹।

৮। সচিত্র রুষ-তুরস্ক যুদ্ধ, ১৲ এক টাকার পরিবর্ত্তে ॥৹ আনা, ইহাতে প্রায় ২০ খানি ছবি আছে।

গ্রন্থাবলী অপেক্ষা এই রামায়ণ দ্বিগুণ বড় ; গ্রন্থাবলীর ন্যায় আটপেজী রয়েল ফর্ম্মার প্রায় ২০০ দুই শত ফর্ম্মা ;—দুই খণ্ডে স্বতন্ত্র বাঁধা। মূল্য ১০৲ দশ টাকা, ডাকমাসুল ১৲ টাকা। কিন্তু রাজকৃষ্ণ বাবুর ১ম ২য় ও ৩য় সংস্করণ গ্রন্থাবলীর গ্রাহকগণ বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে আগামী ৩২শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ডাকমাসুল সমেত ৫৲ পাঁচ টাকা। অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে আগামী আষাঢ় মাসে একেবারে দুই খণ্ডে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাইবেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের পর আবার ডাকমাসুল সমেত ১১৲ এগার টাকা মূল্য দিতে হইবে।

এই রামায়ণে প্রায় ২০০ দুই শত মূল্যবান্ গ্রন্থ হইতে রাশি রাশি প্রয়োজনীয় টীকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফল কথা আজ পর্য্যন্ত এরূপ ধরণের আর একখানিও রামায়ণ প্রকাশিত হয় নাই। অগ্রিম মূল্য আমার নিকট পাঠাইতে হইবে।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অদ্য হইতে আগামী আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইবেক। যাঁহাদের আবশ্যক, তাঁহারা শীঘ্র লইবেন। বিলম্ব হইলে, না পাইবার সম্ভাবনা।

শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস।

বিমলা ১৲। দুই ভগিনী ১৲। কমল-কুমারী ১৷৷০। মা ও মেয়ে ১৷০। প্রতাপ সিংহ ১৷৷০। শুক্লবসনা সুন্দরী ১৷০। পূর্ণ বাবুর শৈশব-সহচরী ১৲। এই সমস্ত পুস্তক একত্রে লইলে, ইহার অর্দ্ধ মূল্যে পাইবেন। ডাকমাসুল ৷০ আনা লাগিবেক। ৪৷০ টাকা শীঘ্র পাঠাইবেন।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন চৌধুরী প্রণীত।

শরচ্চন্দ্র (উপন্যাস) দুই খণ্ড ১৸০। সন্ন্যাসী ১৲। বিরাজমোহন (উপন্যাস) ১৷০। ভিখারী ১৲। যোগজীবন ১৲। সোপান ১৲। বিবেকবাণী ৸০। উপরোক্ত ৭ সাতখানি পুস্তক একত্রে লইলে, সকলের জন্য এই ছয় মাস অর্দ্ধ মূল্যে দেওয়া যাইবেক। ডাকমাসুল ৷৵০ আনা লাগিবেক। মোট ৪৵০ মাত্র।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

হেমনলিনী ৸০। মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক ৷৷৵০। বীরবালা ৷৷৵০। একত্রে তিনখানি লইলে, এক টাকায় পাওয়া যাইবে। ডাকমাসুল ৷০ আনা।

কথা-সরিৎ-সাগর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ৩৲ তিন টাকার পরিবর্ত্তে ১৷৷০ টাকা, ডাকমাসুল ৵০ আনা।

চিত্তবিনোদিনী (উপন্যাস) ১।০ টাকার পরিবর্ত্তে ৸০ আনা, ডাক-মাসুল ৴০ আনা।

সচিত্র পারস্য উপন্যাস, ১॥৵০ টাকার পরিবর্ত্তে ১৲, ডাক ৵০ আনা। সচিত্র আরব্য উপন্যাস, ১৸০ টাকার পরিবর্ত্তে ॥৵০ আনা। ডাক ৴০ আনা। সমর-শায়িনী (উপন্যাস) প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে ১৸০ টাকার পরিবর্ত্তে ১৲ টাকা ডাক ৴১০ আনা।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপূর্ব্ব পুস্তক সকল যারপরনাই-সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছি। আশ্বিন মাসের পর নিশ্চয় পূর্ণমূল্যে বিক্রয় হইবেক।

প্রভাত-সঙ্গীত ॥০। সন্ধ্যা-সঙ্গীত ॥০। শৈশব-সঙ্গীত ১৲। বউ ঠাকুরাণীর হাট ১।০। ভগ্নহৃদয় ১৲। রুদ্রচণ্ড ॥০। ইউরোপ-প্রবাসীর পত্র ১৲। বিবিধ প্রসঙ্গ ॥০। ছবি ও গান ॥০। প্রকৃতির প্রতিশোধ ॥০। ভানু ঠাকুরের পদাবলী ॥০। নলিনী।০। বাবু জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সরোজিনী নাটক ১৴০। মোট ডাকমাসুল সমেত ৯৸৴০।

সকলগুলি অর্থাৎ উপরোক্ত ১৩ খানি পুস্তক যিনি এককালে লইবেন, তিনি অর্দ্ধমূল্যে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত পাইবেন। অর্থাৎ ৪॥০ পাঠাইলে ডাকমাসুল লাগিবেক না। দোকানদারে অধিক সেট লইলে, টাকায় ৴০ আনা কমিশন্ পাইবেন। ভেলুপেয়েবলে অধিক চার্জ হইবেক। এজন্য মূল্য সমেত পত্র লিখিতে অনুরোধ করি।

সচিত্র হীরাপ্রভা উপন্যাস ২॥০ পরিবর্ত্তে ২৵০।

গুপ্তলিপি, প্রথম ও দ্বিতীয়, ২॥৵০ টাকার স্থলে মাসুলসহ ১॥০।

স্ত্রীর সহিত কথোপকথন ১ম ও ২য় ২৲টাকার স্থলে মাসুলসহ ১।০।

নবন্যাস (আমার এক মজার কথা, অতি আশ্চর্য্য) ৪ চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ৩॥০ স্থলে মাসুলসহ ২৸০।

ভক্তিচৈতন্য-চন্দ্রিকা ১॥৵০ পরিবর্ত্তে ১৲।

মাতৃশিক্ষা।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ২৲ টাকা, তিন মাসের জন্য মাসুলসহ ১৷৵০।

৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরিতে আমার নিকট উল্লিখিত ও অন্যান্য ডাক্তারী, কবিরাজী, কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।